১২ দিনের ছেলের সঙ্গে
১২ বৎসরের মেয়ের বিবাহ

রূপবান কন্যার

—কবিতা—

প্রকাশক—মমিন আলী ও
মুন্ছুর আলী
পোষ্ট বিদ্যাধরপুর, গ্রাম—গাঁচনা
জেলা—২৪ পরগণা

মূল্য দশ পয়সা

কবিতা আরম্ভ

প্রথমে বন্দনা করিগো ওই না আল্লার চরণে গো
উত্তরে বন্দনা করি গো ওই না পর্ব্বত হিমালয় গো
দক্ষিণে বন্দনা করিগো ওই না বনবিবির পায়ে গো
পূর্ব্ব দিকে বন্দনা করিগো ওই না উদয়গিরি ভানু গো
পশ্চিমে বন্দনা করিগো মক্কা মদীনায় গো
শুন শুন ভাই সকলে গো রূপবান যাত্রার গান গো
রূপবান। কি বললি কি শুনিলিরে ও পাগল
আবার বল শুনিবে বনের পাগল পাগলরে
রূপবান। কিসের লেখা কিসের পড়া গো ও দাইমা গো
কিছুই ভাল লাগে না মোর দাইমা দাইমা গো
পাড়ার লোকে বলে সবাই গো ও রুপবান
তোমার হবে বিয়ে গো শুনো রুপবান রুপবান গো
কি জানি কি শুনি দাইমা গো ও দাইমা কি শুনিলাম
কানে গো ও দাইমা গো
রুপবান। আমার বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে গো
ও দাইমা কিসের বাদ্য বাজে গো ও মোর দাইমা
দাইমা গো ঢাক বাজে আর ঢোলক বাজে গো
ও দাইমা তালে বাজে বাঁশী গো ও মোর দাইমা গো
বাজাইতে বাজাইতে বাঁশী গো ও দাইমা
আমাদের বাড়ীতে ও মোর দাইমা দাইমা গো
রুপবান। শুন শুন শুন দাদুগো দাদু
বলি যে তোমারে গো শোন দাদু গো।

বার দিনের শিশুর সঙ্গে গো ও দাদু
কোন্ দেশে বিয়ে গো শোন দাদু দাদু গো
রুপবান। জোয়ার ও যৌবন আমার গো দাইমা
যাবে গাঙ্গের ভাটা গো ও মোর দাইমা দাইমা গো
ভাতের ক্ষুধা লাগলে পরে গো ও দাইমা
পানিতে কি সারে গো ও দাইমা দাইমা গো।
গাঙ্গে যখন জোয়ার আসে গো ও দাইমা
নদী ভরা পানি গো মোর দাইমা দাইমা গো
ভ্রমর বিনে ফুলের মধু গো দাইমা
যাবে শুকাইয়া গো শোন দাইমা দাইমা গো
রুপবান। হাতে ধরি পায়ে ধরিগো ও দাদু
মুক্তি করো পিতারে শোন দাদু দাদুগো
রুপবান। মেরোনা মেরোনা জল্লাদরে জল্লাদ
আমার প্রাণের পিতারে দারুণ জল্লাদ ভাইরে
কি কারণে মোর জল্লাদরে ও জল্লাদ
আমার প্রাণের পিতারে দারুণ জল্লাদ ভাইরে
হাতে ধরি পায়ে ধরি গো জল্লাদ মুক্তি কর
পিতারে দারুণ জল্লাদ জল্লাদরে।
মেরোনা মেরোনা গো বাদশা বাদশা গো
মেরোনা মোর পিতারে শোন বাদশা বাদশা গো
হস্তে ধরি বিনয় করিগো আব্বা ধরি আপনার পায়ে
গো বাঁচাও আমার পিতাকে ও আব্বা।

বাঁচাও আমার পিতাকে আমি যাব শ্বশুর বাড়ীগো
ও আব্বা বিদায় দেন আমারে গো। আমি যাব
শ্বশুর বাড়ী গো ও আব্বা বিদায় দেন আমারে গো
ও মোর আব্বা ২ গো
বেঁচে যদি থাকি আম্মাগো ও আম্মা আবার
দেখা হবে গো ও মোর আম্মা ২ গো
হবে গো ও মোর আল্লা ২ গো শুন শুন
মোর আল্লা গো ও আল্লা এই ছিল মোর কপালে
ও মোর আল্লা ২ গো
ডান হাতে দুধের পেয়ালা ও আল্লা, বাম হাতে
মোর পতিগো দয়াল আল্লা ২ গো
শ্বশুর শাশুড়ী সেবা আল্যা গো আমার ভাগ্যে
হল না শিশুপতি লয়ে আমি গো ও আল্যা
চলিলাম জঙ্গলে গো। রাত পোহালে লোকে বলবে
গো ও রূপবান ছেলে কোথায় পেলি গো।
শুন ২ ও মোর মাঝি গো ও মাঝি বলি যে তোমারে
শুন ঘাটের মাঝি গো তোমার আমার ধর্মের
ভাইজান গো ও ভাইজান আমি তোমার ভগ্নি গো
ডান হাতে মোর দুধের পেয়ালা ও ভাইজান বাম হাতে
পতিগো ভিক্ষা দাওগো নগরবাসী গো আপনারা
ভিক্ষা দেন আমারে গো শুন নগরবাসী গো
পায়ের কড়ি দিব আমি গো আপনারা ভিক্ষা দেন

আমারে গো। রূপবান তোমার আমার ধর্মের
ভাইজান গো ও ভাইজান আমি তোমার ভগ্নি
শুন ভাইজান ২ গো ডান হস্তে মোর দুধের পিয়ালা
ও ভাইজান বাম হাতে মোর পতি গো
শুন তাজেল তাজেল গো।
কে মাথাইবে তৈল কাজল গো ও বন্ধু
কে খাওয়াইবে দুগ্ধ গো
নিদারুণ শ্যাম আমি তোরে লইয়া বনে আসিলাম
তোরে লইয়া বনে আসিলাম রে বন্ধু আমি তোরে
লইয়া বনে আসিলাম খেওনা খেওনা বাঘ গো
ও বাঘ বলি যে তোমাকে গো বনের বাঘ ২
শিশুপতি খাইলে বাঘগো ও বাঘ হইবে গুণাগার
শোন বনের বাঘ ২ গো তুমি আমার ধর্মের
বাপজান গো ও বাপজান আমি তোমার মেয়ে
ও মোর বাপজান ২ গো।
রহিম নাইকো মাতা নাইকো পিতাগো ও আল্লা
নাই সহোদর ভাই গো ও দয়াল আল্লা
কে দেবে মোর জবিজামা গো ও আল্লা আমার
কেহ নাইগো তাজেল শুন ২ ও মোর
রহিম গো বলি যে তোমায়
কি কারণে মোরে বাদশা গো ও বাদশা
আমার প্রাণের পিতারে শোন বাদশা গো।

বার দিনের শিশু লইয়া গো ও আব্বা চলিলাম
গহন বনে গো ও মোর আব্বা আব্বা গো
শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা গো ও আল্লা
আমার ভাগ্যে হলনা ও মোর আল্লা গো
রুপবান। এই আশীর্ব্বাদ কর আম্মাগো ও আম্মা
আসি যেন ফিরেগো ও মোর আম্মা আম্মা গো।
এই আশীর্ব্বাদ কর আব্বা গো ও আব্বা
আসি যেন ফিরেগো ও মোর আব্বা আব্বাগো
রুপবান। দ্বার ছাড় দ্বার ছাড় দারোয়ান গো
ও দারোয়ান দ্বার ছাড় আমার গো গেটের দারোয়ান ভাই
রুপবান। প্রভাত হলে বলবে লোকে গো
ও রুপবান ছেলে কোথায় পেলেগো গেটের দারোয়ান গো
রুপবান। পার কর পার কর মাঝি মাঝি গো
রুপবান। বিধির ও কলমের লেখা গো ও মাঝি
কে খণ্ডাতে পারে গো ঘাটের মাঝি মাঝি গো
রুপবান। বার দিনের স্বামী লইয়া গো
দারোয়ান চলিলাম গহন বনে গো গেটের দারোয়ান ভাই
রুপবান। তোমার আমার ধর্ম্মের ভাইজান গো
ও ধর্ম্মের কাজ করো গো ঘাটের মাঝি মাঝি গো
রুপবান। বার দিনের স্বামী লইয়া গো ও মাঝি
গেলাম গহন বনে গো ঘাটের মাঝি মাঝি গো
রুপবান। বিধির কলমের লিখন গো মাঝি ও মাঝি

কে থণ্ডাতে পারে গো ঘাটের মাঝি মাঝি গো
রূপবান দিও না দিও না মাঝি গো মাঝি
অমূল্য রত্ন গো ঘাটের মাঝি মাঝি গো
যে চিনেছে সে নিয়েছেরে ও মাঝি
সাত রাজার ধন ঘাটের বোকা মাঝি গো

রূপবান। খেওনা খেওনা বনের বাঘরে ও বাঘ
খেওনা মোর পতিরে বনের বাঘ বাঘ বাঘরে
আগে খাও আমারে বাঘ বাঘরে
পরে খেও পতিরে বনের বাঘরে।
আমার পতিরে খাইলে বাঘরে বাঘ
ঠেকবে খোদার কাছেরে বনের বাঘ বাঘরে।

রোপবান। নিরাশ্রয় হইয়া মাঝি গো এলাম
তোমার বাড়ীগো ও মোর মাঝি মাঝি গো

রহিম। ছেড়া ধুতি গো ও আল্যা
আমার ভাগ্যে হলো ও মোর আল্যা

রহিম। কোথায় পাব টাকা পয়সা গো ও আল্যা
কেবা প্রাণের বান্ধব হইয়া গো আল্যাতাল্যা কিনে
দেবে ঘোড়া ও মোর আল্যা আল্যা গো

তাজেল আমি তোমার বান্ধব হইয়া গো রহিম
কিনে দেব ঘোড়াগো শুন রহিম গো
আমায় যদি ভালবাস গো রহিম যৌবন

রহিম চাইনা তোমার ভালবাসা গো চাইনা
তোমার ঘোড়াগো শুন তাজেল তাজেল গো
আমার দিদি জানতে পারলেগো ও তাজেল কিনে দেবে
ওন তাজেল তাজেল গো।

* গানে মোমিন আলি *

আমি কেন আইলাম ফুলবাগানে ফুল তুলিবার ছলে
বনফুলের মালা গেথে পরাই কাহার গলেরে—
প্রাণ কান্দে পরদেশীয়া বন্ধুরে
মাতাপিতা চাকরী করে মহারাজের বাড়ী —
আমি ঐ না একা আলো একা ঘরে থাকিরে
প্রাণ কান্দে পরদেশীয়া বন্ধুরে
আমার এই ভরা যৌবন করে টলমল
এমন বন্ধু নাইরে দেশে যৌবনে দেয় হানারে
প্রাণ কান্দে পরদেশীয়া বন্ধুরে
মায় বলে ছোট ছোট বাবা দেয়না বিয়ে
আর কতকাল রাখব্‌ যৌবন আচল ঢাকা দিয়ারে
প্রাণ কান্দে পরদেশীয়া বন্ধুরে
জল খাইতে গিয়াছিলাম দীন ভিখারীর বাড়ী
কে যেন জল এনে দিল মানুষ কিংবা পরীরে
প্রাণ কান্দে সুন্দর কন্যাহে
কি জানি কি জল খাইতে আইল মোদের বাড়ী
অজানা কি জল আনিতে জল গেল পড়িয়ারে
প্রাণ কান্দে পরদেশীয়া বন্ধুরে
আবার জল খাইতে যাব দীন ভিখারীর বাড়ী
জল পিপাসা মিটাইব দেখিয়া সুন্দরীরে
প্রাণ কান্দে সুন্দর কন্যাহে।